

## রমযানের তাৎপর্য এবং তার মোজেজা-২

সাইদ কামরান মির্জা  
ইউ এস এ

(পাঠকগন যারা গত রমযানের সময় আমার মোজেজা-১ লেখাটি পড়তে পারেননি তাকে অনুরোধ করছি মুক্তমনাতে আরকাইভে যেয়ে সেই লেখাটি পরে নিতে)

রমযানের প্রথম দিকেই লেখাটি শুরু করেও শেষ করতে পারি নাই ইলেকসনের ঝামেলায়। এখন চলছে মুসলিমদের মহা পবিত্র রমযানের মাস, সিয়ামের মাস। এই মাসটিতে মুমিন মুসলিমগন সারাদিন উপোষ থেকে সূর্যাস্তের পর মহা ধুম-ধামে অনেক সুস্বাদু খাবার খেয়ে আল্লাহকে খুশি করার চেষ্টায় অতি ব্যস্ত। এ পবিত্র মাসে সংসারের কাজ-কাম তেমন হয় না। রমযানের মাস হলো সংযমের মাস! রোযার প্রথমদিকে বাংলাদেশের একটি ইংরেজী পত্রিকা মোল্লাদের আবেদন—**“Please pray for your family in this holy month of Ramadan. When Ramadan comes, the doors of heaven are opened and the doors of hell are closed, and the devils are put in chains and the doors of mercy are opened. In paradise there are eight doors of which there is a door named Rayyan, none but those who fast will enter. So who ever fasts, whoever prays and whoever asks allah's forgiveness will receive forgiveness.”**

নিচে আজকের কাগজ (অক্টবর ২২, ২০০৪, এবং নবেম্বর ৯, ২০০৪) থেকে কয়েকটি ইমামের উক্তি দিলে বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হবে:

“রমযানের কল্যাণে ঈদের দিন সদ্য-ভূমিষ্ঠ শিশুর মতো হয়ে যাবেন অনেকে। রমযান হচ্ছে এমন একটি মাস যে মাসে মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য বিশেষ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। এমাসে আল্লাহকে খুশি করতে পারলে আল্লাহপাক বান্দার গুনাহ মাপ করে দেবেন”- বলেছেন মাওলানা মোঃ শহীদুল্লাহ, পেশ ইমাম, বায়তুল করিম জামে মসজিদ, আজিমপুর।

“রোজাদারদের প্রতিদান আল্লাহ নিজেই দিবেন”-বলেছেন স্যার সলিমুল্লাহ এতিমখানা জামে মসজিদের পেশ ইমাম। তিনি আর ও বলেন—“এক হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে—‘আদম সন্তান যে সমস্ত পুণ্যের কাজ করে ওই সমস্ত কাজের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা দশ থেকে সাতশ’ গুন পর্যন্ত সওয়াব বৃদ্ধি করেন। কিন্তু, রোযার সময় এই সওয়াব সাতশ’ গুনের চেয়েও বেশি পুণ্য দেওয়া হয়। রোযাদাররা পান, আহার ও ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থাকে। রোযাদারদের মুখের দুর্গন্ধ মেসকের আশ্বরের চেয়েও প্রিয়। আর রোযা হলো পাপ থেকে বাঁচার ঢাল স্বরূপ”

বড় মগবাজারের চৌরাস্তার জামে মসজিদের এর ইমাম বলেন—“রমজানের প্রথম দশদিন রহমতের দিন। দেখতে দেখতে আমাদের চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যাচ্ছে রহমতের দিনগুলো। রমযান হচ্ছে পবিত্র মাস। এমাসের মাধ্যমে আল্লাহপাক আমাদের দুনিয়ার গুনাহগুলোকে মাফ করার বিশেষ সুযোগ দিয়ে থাকেন। রোযার গুরুত্ব ও ফজিলত অনেক।

হাঁ, আমরাও সদা-সর্বদাই শুনে থাকি এই মহান বাক্যটি—“রমযান হল সংযমের মাস, আত্মশুদ্ধির মাস”। এবারে আসুন দেখি রোযা কি ভাবে সংযমের মাস হয়ে থেকে—

### সংযমের কিছু নমুনা

এটা প্রায় হলফ করেই বলা যায় যে এই রমযানের সময় প্রায় প্রত্যেকটি মুসলিম পরিবারে মাসিক খরচা দ্বিগুন বা তিন গুন হয়ে থেকে। ধনী-গরীব সবার সংসারেই মাসিক খরচ অন্যান্য মাসের চেয়ে দ্বিগুন হয়ে থেকে। শুধু সারাবৎসরের খাবারের বাজেট নিয়ে যদি তুলনা করা হয় তাতে দেখা যাবে প্রায় ১০০% ফেমিলীতে তাদের খাবারের জন্য বেশি খরচ হয়, অর্থাৎ শুধু খাওয়া বাবত সংসারে অনেক বেশি টাকা খরচ হয়ে থাকে। শহরের ধনী-গরীব সকলের খাবারের বাজেট বেড়ে দ্বিগুন বা তিন গুন হয়ে যায়। চতুর ব্যবসায়ীরা আবার সুযোগ বুঝে জিনিষ-পত্রের দাম প্রতি রোযাতেই একধাপ বাড়িয়ে দেয় অধিক মুনাফার লোভে।

ধনীদের পরিবারে এই রমযান মাসে অতিরিক্ত খাবারের ধুম-ধাম পড়ে যায়। সারাদিন উপোষ থেকে চলতে থাকে বিভিন্ন সুস্বাদু এবং রকমারি খাবারের আয়োজন। ধনীদের মধ্যে কে কত বেশি রকমারি এবং কত বেশি মূল্যের খাবার কিনতে পারে তার একটা নিরব লোক দেখানো প্রতিযোগীতা চলে সারা রোযার মাস। এমনকি গাও-গ্রামের সাধারণ মধ্যবিত্ত বা গরীবগনও (যারা অন্য সময় নুন-পান্তা বা সুধু সাক-সবজী-ডাল দিয়ে খায়) সারাদিন উপোষ থেকে রাত্রিতে একটু ভাল মাছ-মাংস খেতে চায় এবং ধার-কর্জ করে হলেও দিনের শেষে একটু ভাল খাবার খেতে চায়। অর্থাৎ অতি সাধারণ পরিবারেও এমাসে খাবারের খরচ বেড়ে যায়, কারণ এ পবিত্র মাসে তারাও একটু মাছ-মাংসের স্বাদ নিতে চায়।

শহর-বন্দরে মুদি দোকানের মালিককে জিজ্ঞেস করুন—তাদের মাল বেশি বিক্রি হয় কোন মাসে। উত্তুর আসবে—এই রমযান মাসেই বাকি ১১ মাস থেকে অনেক বেশি মাল বিক্রি হয়। অর্থাৎ মাল বিক্রি হয় মানে এসব মালের ক্রেতা আর কেউ নয়, ঐ রোযাদার মুসলিমগন। তা’হলে কেউ কি আমাকে বলবেন—রোযার মাসে মুসলমানরা সংযম কি ভাবে করে?

খাবার ছাড়াও আর অন্যান্য বস্তু যেমন কাপড়, স্বর্ণের অলঙ্কার বিভিন্ন ব্যবহারিক

উপোষ করার পর সংসারের সবাইকে Gift দিতে হয় অনেক বেশি টাকা খরচ করে। ঢাকার বাজারে এখন কেনা কাটির মহা উৎসব চলছে তার কিছুটা নমুনা দিচ্ছি পত্রিকার হেডিং থেকে— ‘নিউ মার্কেট-গাউছিয়ায় কেনাকাটার ধুম’ ‘সোয়া ৩ লাখ টকায় লেহেঙ্গা বিক্রি, ৬০ হাজার টকায় জামদানি বিক্রি, আড়াই লাখ টকায় শাড়ি বিক্রি, ২২ হাজার টকায় শেরওয়ানি বিক্রি। ‘স্পেনে একসঙ্গে ৯ হাজার মুসল মানের ইফতার’। এইসবই হল গিয়ে রোযার মাসে সংযমের কৌশল বা নমুনা!

### ইফতারের রকমারি বাহার এবং প্রতিযোগীতাঃ

বিশ্ববেহায়া জেনারেল এরশাদের আমল থেকে শুরু হয় রমযানের ইফতারের পলিটিক্স। এই ইফতারের বাহাদুরী বাড়তে বাড়তে এখন সেটা আকাশচুম্বিরূপ ধারণ করেছে প্রায় সর্ব-মহলে। দেশের রাজনৈতিক নেতারা, ব্যবসায়ীরা, এবং সাধারণ ধনী লোকেরা সারাদিন উপোষ থাকুক আর না থাকুক, সন্স্কার ইফতারটি মহা ধুম-দামে করা চাই। খাবার টেবিলে ২০/৩০ রকমের খাবার আইটেম থাকতেই হবে। খবরে প্রকাশ—ঢাকার রাজনৈতিক ইফতার পার্টিতে সুধু একটি ইফতার পার্টিতে খরচ হয় লক্ষ টাকা। আর Dinner পার্টিতে খরচ হয় ২/৩ লক্ষ টাকা। এবার বুঝুন রোযায় সংযমের ঠেলা। রোযার সংযমের মাসে যখন এই খেলা চলছে, তখন ঢাকার কয়েকটি পত্রিকার হেডিং ছিল নিম্নরূপ—

‘মঙ্গাপীড়িত মানুষ কে বাচান’

‘চট্টগ্রামে ভিক্ষুকের ঢল’

‘মঙ্গার আঘাত রাজধানীতে সড়কদ্বীপে ভাসমান বস্তি’

‘আল্লাহ আমার গেরামে কিছু ভাত ছিটাইয়া দাও’-বলছে এক ক্ষুধার্ত গ্রামবাসী।

‘হামাক বাচান বাহে’-বলছে আর এক ক্ষুধার্ত মানুষ

এই যখন দেশের মানুষের আর্থিক অনটন তখন চলছে রোযার নামে গরীবের খাদ্য ধনীরা ধংস করা আর রোযা নামক চরম ভন্ডামী করে সারা বৎসরের সমস্ত গুনা মাপ করিয়ে নেওয়া যাহাতে আগামীতে আবার সকল মুমিন মুসলমানরা আরও বেশী করে চুরি-চামারী করতে পারে। এবং আবার আগামী রোযার মাসে সব গুনা মাপ করে নেওয়া অথবা মক্কাতে বেদুইন আল্লাহর ঘর দর্শন করতে পারলেত আর কথাই নেই!

রোযার মাসে কি মুসলমানগন আহার কম করে?

এবার দেখা যাক, একজন রোযাদার এর সঙ্গে বেরোযাদারের কি তফাৎ। একজন রোযাদার মানুষ রোজ তিন বার (ইফতার-ডিনার-সেহেরী) আহার গ্রহন করে। অন্যদিকে একজন বেরোযাদার রোজ তিনবার (ব্রেক-ফাস্ট-লাঞ্চ-ডিনার) আহার গ্রহন করে থাকে। এদুজনের মধ্য আসল তফাৎটা হল— বে-রোযাদার লোকটি হয়তো সামান্য কিছু নাস্তা খেতে পারে আবার অনেক ক্ষেত্রে কিছুই না খেয়েও কাজে চলে যায়; দুপুরের খাবার হয়তো একটি সাধারণ ছোট Sandwich বা যৎসামান্য ভাত-তরকারি খায় এবং রাত্রে খানাও অতি সাধারণ ভাবেই শেষ করে, অবশ্য কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। অন্যদিকে—একজন রোযাদার অনিবার্য ভাবে রকমারি খাবারের আইটেম দিয়ে পবিত্র ইফতার করে; তারপর অনেক রকমারি সুস্বাদু আইটেম দিয়ে ডিনার খায়, তারপর আবাও সেহেরী খায় বেশ পুষ্টিকর খাবারের আইটেম দিয়ে, কারণ কালকে উপোষ থাকতে হবে যে। এখন এই দুজনের দৈনিক **Calorie consumption** যদি মাপা হয় তা’হলে দেখা যাবে যে আসলে রোযাদার ব্যক্তিটি সেই বে-রোযাদার ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি কেলরি কঞ্জিউম করেছে। ঠিক এভাবেই রোযাদার মুসলিমটি সারামাস বেশ সংযম করে থাকে।

আমার এক বন্ধু খুব নামাজ পড়ে এবং রোযার মাসে রোযা রাখে, একটিও বাদ যায় না। রোযার শেষে একবার আমাকে বলেছিল—‘দেখ রোযার কি কুদরত, আল্লাহর কি মহীমা, সারামাস উপোষ করলাম কিন্তু আমার শরীরের ওজন একটুও কমে নাই এবং আমার সাস্থ কত ভাল ছিল।’ আমি তাকে বললাম তার কারণ আসলে আল্লাহর মহীমা বা কুদরত কোনটাই সত্যি না। তুমি সারা মাস অনেক পুষ্টিকর, ফলমূল এবং বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার খেয়ে সাবার করেছ, তাই তোমার শরীরের ওজন এবং মেদ বেড়েছে। তখন তাকে আমার সঙ্গে খাবারের তুলনাটা একটু ব্যাখ্যা করায় সে চুপ করে রইল। আর কোন যুক্তি খুজে পেল না।

### রোযার মাসে কি মুসলিমগন খুব ভাল মেজাজে থাকে?

আমার মনে হয় অল্পসংখ্যক মুসলিম হয়তো কিছুটা দয়ালু বা নরম মেজাজে থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ রোযাদার মুসলিম অনেক বেশি গর্বিতভাব দেখায় এবং তারা যে অনেক ছওয়াব কামাই করছে তার একটা প্রতিফলন তাদের চেহােরতে ভেসে উঠে। এবং তারা বে-রোযাদার বা কাফেরদেরকে অনেক অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকে। অফিস-আদালতে চাকুরীদের মেজাজ থাকে খুবই খারাপ বা তুঙ্গে এবং প্রায়ই দেখা যায় তারা খুব অল্প কথাতাই বেজায় ক্ষেপে যায়। গ্রামের হাট-বাজারে রোযার মাসে বেশি ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি হয়ে থেকে।

আমাদের পেয়ারে নবী মোহাম্মদ (দঃ) এই রোযার মাসে অনেক বেশি যুদ্ধ করেছেন, কাফের হত্যা করেছেন। রোযার মাসে ইসলামী জেহাদীদের জেহাদী জোঁস আর অনেক বেশি বেড়ে যায়। তাই দেখাযায় সুইসাইড বোমাবাজীর পবিত্র

খেলা এই রোযার মাসেই বেশি হয়ে থাকে।

### রোযার মাসে মুসলিম দেশগুলোর ইকোনমির বারোটা বাজানো--

সমস্ত আরব দেশ গুলোতে রমযানে কোন কাজ হয় না, কারন স্কুল-কলেজের সাথে সাথে সরকারী অফিস গুলোও থাকে বন্ধ, অথবা খোলা থাকলেও সেখানে কোন কাজ হয় না। বাংলাদেশে রোযার মাসে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। সরকারী অফিসগুলো নামে মাত্র খোলা থাকলেও সেখানে কাজ খুবই কম হয়। কারণ রোযার মাসে মুসলিমগণ নামাজ আরও বাড়িয়ে দেয়। বস্তুত রোযার মাসে দেশে কোন কাজই হয় না। রোযার মাসের শেষে ঈদের সময় পুরো এক সপ্তাহ অফিস বন্ধ থাকে। তা'হলে দেখা যাচ্ছে মুসলিম দেশে এই মাসে **Production** ও কমে যায়। এই সংঘর্মের মাসে মুসলিম দেশগুলোতে ইকোনমিরও সারে বারোটা বাজে বটে।

জনাব কুদ্দুস খানের লেখাতে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন—“জাপান কেন এত উন্নত?” জাপান সম্ভবত বৎসরের ১২ মাসই রোযা রাখে এবং সবে বরাতের রাতে অনেক নামাজ পড়ে উপরের দিকে তাকিয়ে অনেক কাঁলাকাটি করে। তা'না হলে তাদের উপর বেদুইন আল্লাহর এত দয়া কেন।

### রোযা রাখার মোজেজা-

মোল্লারা ফতুয়া দেয় যে—রোযা রাখলে নাকি মুসলিম গণ বুঝতে সক্ষম হয় একজন ক্ষুদার্ত মানুষ খাবার না পেলে কত কষ্ট পায়! আসুন দেখি এযুক্তিটি কতটুকু সত্য। তা'হলে কি আমাদেরকে একথা বিশ্বাস করতে হবে যে— যে মানুষ রোযা রাখেনা সে কখনো ক্ষুদার্ত মানুষের খাবার না খেলে কি ব্যথা হয় তাহা বুঝে না? তা'হলে নিশ্চয় মুসলিমরাই হল দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় দানশীল লোক? কিন্তু **practical life** এ আমরা কি দেখি? দুনিয়ার অমুসলিরাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দানশীল হয়ে থাকে। সোমালিয়া বা ইথিওপিয়ার **Famine** এর দিন গুলোতে আমরা কাঁদেরকে দেখেছি খাবার দিয়ে সাহায্য করতে। আমরা কি দেখেছি কোন মুসলিম, কোন বাঙ্গালি-মুসলিম, কোন আরব-মুসলিম অথবা যে কোন মুসলিম মোল্লাদেরকে সহায় নিয়ে দৌড়িয়ে যেতে সোমালিয়াতে বা ইথিওপিয়াতে??? আমরা তাহা কখনো দেখতে পাই নাই। তা'হলে এই রোযা নামক ভন্ডামির অর্থ কি? **মাদার তেরেসাঁ কি সারা বৎসর রোযা রাখতেন?**

আসলে এই রোযা বা নামাজ ইসলামের যা কিছুই করা হয় সবই করা হয় সেই বেদুইন আল্লাহ তায়ালাকে খুশি করার জন্য যাহাতে মুসলিমদের সারাজীবনের সমস্ত পাপ মাফ হয় যাহাতে তারা আল্লাহর সেই লোভনীয় বেহেশত পেতে পারে, ৭২জন হুরী এবং মদ-মাংস খেতে পায়। আর সেই জন্য হয়তো প্রায় সকল মুসলিমদেশই **Corruption** এ চেম্পিয়ান হওয়ার সুযোগ লাভ করে। কি বলেন মুমিন মুসলিমগণ? সদালাপের ইসলামিষ্টগণ কি বলেন? ধন্যবাদ।

নবেম্বর ১০, ২০০৮